সংবাদ

ccc 072

তারিখ 21 NOV 1985
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

ফলাফল ও ভর্তি সমস্যা

আবদুর খালেক
প্রাক্তন আইজি, পুলিশ

বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবীদের গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে সীমিত। উচ্চশিক্ষার সীমিত সুযোগের জন্য দেশ যে কি বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছে তা হয়ত দেশের প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ বুঝেও বুঝতে চাচ্ছেন না। শিক্ষা প্রশাসনের ব্যর্থতা সর্বজনবিদিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সবদিক থেকে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। কলেজগুলোর কথা না বলাই ভাল। শিক্ষকদের শূন্যপদ পূরণ করা হচ্ছে না। এরচেয়ে দুঃখজনক পরিস্থিতি আমার কল্পনার বাইরে। অনেক কথা বলার আছে। তবে এখানে শুধু ভর্তিসমস্যা প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই।

যারা এইচ,এস,সি পরীক্ষায় তাদের মেধার পরিচয় দিয়েছে তাদের সবাইকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে একথা বলতে চাই যে, তারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে যতদূর সহায়ক হবে আমাদের জীবনে আমরা যাদের বয়েস হয়েছে তার কিছুই হতে পারিনি। সে জন্যেই তাদের দিকে আমরা চেয়ে রয়েছি। আমার মনে হয় যে, তাদেরও সম্ভব এই একই অনুভূতি। নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য মোতাবেক উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ দেবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হয়নি বলে তারা অবশ্য দোষারোপ করবে আমাদেরকে। এটা ন্যায়সঙ্গত দোষারোপ তো বটেই। স্বীকার করতেই হবে যে, তাদের প্রতিভার বিকাশে আমাদের অমার্জনীয় উদাসীনতা রয়েছে। আজ যারা জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষাঙ্গনে প্রখ্যাত, সমাজে জ্ঞানী-গুণী-বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত তাদের কারো কারো এস, এস,সি এবং এইচ, এস, সি'র ফলাফল তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। সংখ্যায় কম থাকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি পেশাগত শিক্ষালাভে তাদের ভর্তির সমস্যা ছিল না এবং ভর্তি হতে পেরেছিলেন বলেই তাদের জীবনের বিকাশ লাভ ঘটেছিল সুখ্যাতি প্রখ্যাতির দিকে। আজকাল যারা শতকরা ৪৪ নম্বর পেয়ে তৃতীয় বিভাগে পাস করেছেন তারা চার দশক আগে শতকরা ৪০ নম্বর পেলেও দ্বিতীয় বিভাগে পাস হতেন। কেননা তখন ৫০% নম্বর পেলে প্রথম বিভাগ, ৪০% পেলে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করানো হতো। এখন শতকরা ৬০ নম্বর পেলে প্রথম বিভাগে পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক তৃতীয় বিভাগে এবং ইণ্টারমিডিয়েট কোনক্রমে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করে সম্মান ক্লাসে যোগ দিয়েছেন চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে ভূরি ভূরি ছাত্রছাত্রী। আর আজকাল ডবল ফার্স্ট ডিভিশনরাও সম্মান ক্লাসে ভর্তি হতে পারছে না। এই পরিস্থিতি নিয়েই আমরা সচরাচর বলে যাচ্ছি, দেশের উন্নতি করা হয়েছে, আরো করা হবে-- ইত্যাদি কত কি।

জানি না কে কি ভাববেন বা বলবেন। তবে একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, ইচ্ছা করলেই বর্তমান ভর্তি সমস্যার সমাধান অতি সহজেই করা সম্ভব। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যারা (ক) এইচ,.এস, সি, প্রথম বিভাগে, (খ) এইচ, এস, সি, দ্বিতীয় ও এস, এস, সি, দ্বিতীয় বিভাগে এবং (গ) এইচ, এস, সি তৃতীয় এবং এস, এস, সি, প্রথম বিভাগে পাস করেছেন তাদের সবাইকে সম্মান ডিগ্রীর সুযোগ দেয়া মোটেও কোন দুরূহ ব্যাপার নয়। এবং এই সুযোগ পেলে (খ) ও (গ) শ্রেণীভুক্তদের মধ্য থেকে কেউ কেউ হয়ত বা প্রখ্যাত জ্ঞানী, বিজ্ঞানী বলে ভবিষ্যতে পরিগণিত হতে সক্ষম হবে।

যারা এইচ,এস,সি-তে তারকাপ্রাপ্ত তাদেরকে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে দ্বিধাবোধ কারো থাকা উচিত নয়। তাদের আবার কিসের ভর্তি-পরীক্ষা? সরকারীভাবে স্বীকৃত পরীক্ষায় যারা এত উচ্চ নম্বর পেয়েছে তাদেরকে আবার ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। কারণ, দেখেছি ভর্তির জন্য মেডিক্যাল কলেজে দরখাস্ত করার মত নম্বর যারা পায়নি তারা নম্বর প্রতারণার মাধ্যমে ভর্তি হয়ে দিব্যি পাস করে ডাক্তার হয়েছে। আর মাত্র সেদিন দেখেছি অনেক ছাত্র যে প্রাইমারী, নিম্নমাধ্যমিক পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত এবং এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি'তে তারকাপ্রাপ্ত সে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। তাঁর সংগে দশ মিনিট কথা বললেই বুঝা যাবে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যা কত উচ্চমানের, কিন্তু বর্তমান "ভর্তি-বিজ্ঞানের" মার প্যাঁচে সে পরাজিত।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দুই শিফটে অথবা প্রতিটি ক্লাসে দুই সেকশনে চালাতে অসুবিধা কি জানি না। পৃথিবীর অনেক দেশে সকাল সাড়ে আটটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা চলছে। শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী সবার জন্য খাবার ক্যাণ্টিন রয়েছে। তারা খাবার জন্য দুপুরে বাসায় যান না। কিছু সংখ্যক শিক্ষক বাড়ালেই তো ডবল শিফটে অথবা দুই সেকশনে ছাত্রছাত্রী নেয়া যেতে পারে। আবাসিক প্রশ্ন আপাততঃ সমাধান না হলেও বাঁশের ঘরে দু'-বছর থাকতে ছাত্রছাত্রীদের আপত্তি থাকবে না বলে আমাদের আস্থা রাখা উচিত। ল্যাব বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তো আর্থিক বরাদ্দের ব্যাপার। দু'চার পাঁচ কোটি টাকা প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিলে আগামী দু' মাসেই ডবল শিফট অথবা দুই সেকশন চালু করা সম্ভব করে নেবার ব্যবস্থা করা যাবে। তারপর ছাত্রাবাস ইত্যাদির সুযোগ সুবিধা করে নেয়া যেতে পারে। এই ডবল শিফট বা সেকশন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা যেতে পারে। অনেক কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে এখনও একাধিক সেকশন রয়েছে।

ইদানীং কতেক কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ করে মাষ্টার ডিগ্রী ক্লাস খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বর্তমানে যেভাবে সরকারী কলেজের শিক্ষক দ্বারা এম,এ এবং এম,এস সি পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা শিক্ষার গুণগত মান সংরক্ষণের সহায়ক নয় বলে অনেকেই বলছেন। তাই যদি হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার ডিগ্রী ক্লাস বিকেন্দ্রীকরণের যে নিয়মকানুন বহু আগে প্রণীত হয়েছিল সে সকল নিয়মকানুন বাস্তবায়িত করা হয় না কেন জানি না। গ্র্যাণ্টস কমিশন সম্ভবতঃ এ বিষয়ে ভাল করে কিছু বলতে পারবে।

একথা বলা সম্ভবতঃ ভুল হবেনা যে, আমাদের ডিগ্রী কলেজগুলোকে আরো সাজিয়েগুছিয়ে সম্মান ক্লাসের উপযোগী সকল সুযোগসুবিধা দিলে স্থানীয়ভাবেই ছাত্রছাত্রীরা সম্মান ক্লাসে পড়ার সুযোগ পাবে। প্রতিটি জেলার সরকারী কলেজকে সেভাবে সাজাতে বড়জোর পঞ্চাশ লাখ টাকার ল্যাব, লাইব্রেরী লাগতে পারে। শিক্ষক না পাওয়ার কোন কারণ নেই। বহু মেধাবী ব্যক্তি এখন বেকার আর যদি অগত্যা অভিজ্ঞ শিক্ষক না পাওয়া যায় তাহলে যে সকল শিক্ষক অবসর

(২য় পাতার দেখুন)

ভর্তি সমস্যা

(৪র্থ পাতার পর)

গ্রহণ করেছেন তাদের থেকে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে। ঘরে বসে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন এমন অভিজ্ঞ শিক্ষককে চুক্তিভিত্তিক আকর্ষণীয় শর্তে নিয়োগ করার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। কাজেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হলে বর্তমান ভর্তি-সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। দেশকে উচ্চশিক্ষিত করতে হলে শিক্ষানীতির বাস্তব সংশোধন প্রয়োজন। এবং এই সংশোধন করার প্রচেষ্টা এক্ষুণি নেয়া উচিত যেন এবার যারা এইচ,এস,সি, পাস করলো তাদের কারো ভর্তিসমস্যা না থাকে।

আরেকটি কথা হলো, আমাদের মহিলা সমাজকে উন্নত করতে হলে তাদের উচ্চশিক্ষার পথকে প্রশস্ততর করতে হবে। সেজন্যে যে কোন শিক্ষাংগনে মহিলাদের জন্য রিজার্ভ সীট রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই রিজার্ভ নামকা-ওয়াস্তে রাখা হলে চলবে না। ভর্তির মাপকাঠিতেই রিজার্ভের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে মেয়েদের জন্য শিথিলতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে যে সব ছাত্রী এবার প্রথম বিভাগে পাস করেছে তাদের সবাই যেন নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য মোতাবেক ভর্তি হতে পারে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আধুনিক ধ্যানধারণায় শিক্ষিতা "স্ত্রী" সমাজকে কোথায় উঠাতে পারে সে বিষয়ে বলার প্রয়োজনীয়তা নেই।

এই তো গেল যারা বিগত এইচ,এস,সি'তে খুব ভাল, ভাল বা মোটামুটি ভাল করেছে তাদের ভর্তি প্রসঙ্গে। যারা ভাল করতে পারেনি অর্থাৎ যারা এইচ,এস, সি'তে কম নম্বর পাওয়ার জন্য সম্মান ক্লাস বা মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদিতে ভর্তি হতে পারবে না, তাদের ভেবে দেখতে হবে টেকনিক্যাল লাইনে গেলে ভবিষ্যতে উজ্জ্বল জীবন সম্ভব হবে কি না। আমার মনে হয়, টেকনিক্যাল লাইনে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া সমীচীন। সেজন্যে প্রয়োজনবোধে টেকনিক্যাল শিক্ষালয়গুলোতেও ডবল শিফট অথবা সেকশন ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। দেশ যখন দারিদ্র্যের কবলে পতিত তখন তার উদ্ধারের জন্য দেশে উচ্চশিক্ষিত ও টেকনিক্যাল সমাজ গড়ে তুলতে হবে। এইচ, এস. সি পাস শিক্ষার্থীরা যারা বিজ্ঞান বিভাগে পাস করেছে অথচ সম্মান ক্লাসে বা পেশাগত ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হতে পারছে না, তারা যদি কারিগরি শিক্ষা লাভ করে তাহলে দেশের কারিগরি মান অনেক উন্নত হবে সন্দেহ নেই। এবং শিক্ষাপ্রাপ্তরা দেশের শিল্পাঙ্গনে উন্নতমানের অবদান রাখতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, বিদেশের চাকরিতে তাদের চাহিদা বাড়বে।

পরিশেষে বলতে চাই--- এবার যেন ভর্তির ব্যাপারে কেউ দুর্ভোগ ও হতাশার সাগরে ভেসে না বেড়ায় সেদিকে সংশ্লিষ্ট মহলকে এখুনি নজর দিতে হবে।

সংবাদ

College

তারিখ 21
পৃষ্ঠা

এইচএসসি'র

এবারকার এইচ, এস, সি'র ফলাফল দেখলাম। মেধাতালিকায় যারা শীর্ষে রয়েছে তাদের নাম, নম্বর, লেটার, কলেজ, পারিবারিক পরিচয় এবং জীবনের লক্ষ্য ইত্যাদি অনেক কিছু জানতে পেলাম। যাদের ফলাফল স্থগিত, যারা অভিযুক্ত, তাদের কর্ম ও পরিচয় কি তা খবরের কাগজে পেলাম না। যারা ফেল করেছে তাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি তারা যেন যেভাবেই হোক এখন থেকে উঠেপড়ে পাস করার লক্ষ্যে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করে। হতাশা, নিরাশা যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে। হতাশা নিরাশা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলেই আগামীতে পাশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে। তাদের অধিকাংশ গরীব ঘরের, প্রাইভেট টিউশন নেবার আর্থিক ক্ষমতাহীন। ভাল কলেজে তারা স্বাভাবিক কারণেই যেতে সক্ষম হয়নি। কেননা, হয়তবা তাদের অনেকে উপরোক্ত কারণে এস, এস, সি-তে মেধার বিকাশ দেখাতে পারেনি। সে জন্যেই বলছি যারা গরীব ঘরের এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেনি, তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, একমাত্র শিক্ষাই তাদের দারিদ্র দূর করবে। অন্য কিছু দ্বারা দারিদ্র দূরীকরণ তাদের অনেকের জন্য সম্ভব হবে না।

মেধাবীদেরও জীবনের লক্ষ্য বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কতটা অর্জিত হবে তা বলা যায় না। যারা ডাক্তার হতে চেয়েছে তারা হয়ত মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় মার খেতে পারে। তেমনি যারা অর্থনীতিবিদ হবার লক্ষ্যে নিবেদিত তারা হয়ত বাংলায় সিট পাবে। এভাবে অনেকের জীবনের লক্ষ্য বাংলাদেশে উবে যাচ্ছে। এমনকি অনেকে কোথায়ও ঠাঁই পাচ্ছে না। ছাত্রজীবনের এই হতাশা সারাজীবনের হতাশার কারণ হয়ে থাকে। এখন ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে। ভাল ফল করেছে যারা তাদের সংখ্যা বেড়েছে। মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, আর্কিটেকচার, আইন, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে এখন ছাত্রদের ঝোঁক বেড়েছে। তাছাড়া বিজ্ঞান, অর্থনীতিতেও ঝোঁক আগেকার দিনের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং